দৈনিক বাংলা

তারিখ 21/6/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 8

C16

# পরীক্ষা কেন্দ্রের পানিশমেন্ট?

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর ব্যাপারটা উল্ভট আর হাস্যকর হলেও আমাদের দেশে ব্যাপারটা খুব কম ঘটে না। হর হামেশাই বুধোর ঘাড়ে চাপছে উদোর পিন্ডি। এ ধরনের উল্টো-পাল্টা কারবারে উদো আর বুধোর অবস্থা কি হয় জানি না। কিন্তু যারা তা করেন তাদের কর্মতৎপরতার একটা পরিচয় এ ধরনের ঘটনায় পাওয়া যায় বইকি।

সাভার থেকে জনৈক পত্রলেখক জানিয়েছেন, এবার সাভার কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার সীট পড়েনি। পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়নি সেখানে। এবং শুধু এইচএসসিই নয়, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় যে সব বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষা পুনরায় নেয়া হয়েছে সে সব বিষয়ের পরীক্ষার জন্যেও সাভার কেন্দ্র বন্ধ ছিল। এসএসসি নাহয় বুঝলাম, এইচএসসির কি অপরাধ?

মানতেই হবে, কর্তৃপক্ষের এক অভিনব ব্যবস্থা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় শেষপর্যন্ত তারা চাপিয়ে দিয়েছেন সাভার পরীক্ষা কেন্দ্রের উপর—পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসজনিত সমস্যার তারা সুরাহা করে দিয়েছেন। ভাবখানা যেন এই যে সাভারে পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা না হলেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারটি মিটে যাবে। তাতে লাভ হয়েছে কার? সাভারে পরীক্ষা কেন্দ্র এবার খোলা হয়নি বলেই কি ভবিষ্যতে আর এমন কোন ঘটনা ঘটবে না? কাগজ পড়ে আমরা জেনেছি, এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল সাভারের একটি ব্যাংক শাখা থেকে। কিভাবে ত্রিশূল দিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছিল সে ছবিও আমরা দেখেছি। আরও জেনেছি প্রশ্নপত্রের প্যাকেট কটা দেখেও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন জাগেনি। প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে দুয়েকজন গ্রেফতার হয়েছে। বিচারও চলছে এ ব্যাপারে।

আমাদের ভাষ্য অবশ্যই বিচার সম্পর্কে নয়। আইন তার পথ করে নেবে। আমাদের বক্তব্য শুধু সাভার পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া সম্পর্কে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এমন বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? ব্যাংক থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে তো কেউ ব্যাংকের শাখা বন্ধ করে দেয়নি। দেয়ার কথাও নয় এবং কেউই তেমন দাবীও করবেন না। কিংবা অবশ্য বলা যায়, বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বোর্ড তো উঠিয়ে দেয়া হয়নি। অথচ এ ব্যাপারে বোর্ডের দায়িত্বই সর্বাধিক। আর শুধু প্রশ্নপত্র ফাঁসই নয়, বোর্ডের বিরুদ্ধে আরও বহু অভিযোগ শোনা যায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে। কিন্তু তাতে তো বোর্ডের ভেতরে কুটোটি নড়ে না। বোর্ড বন্ধ করে দেয়া দূরে থাক—যা অবশ্য আমাদের দাবী নয়—বোর্ডে তো একটা রদবদলও হয় না।

সাভার পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়ায় এবার ভোগান্তি হয়েছে শত শত পরীক্ষার্থীর। যারা দূর থেকে আসে, যারা গ্রাম থেকে আসে, তাদের হয়রান হতে হয়েছে। কি দোষে ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি হল? এতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যা কি-ভাবে মিটল? তা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাবঞ্চিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোন কোন মানুষ দেখেছি স্থান বিশেষকে 'ভূতগ্রস্ত' আর "দোষী" মনে করে এড়িয়ে চলে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি সাভার কেন্দ্রকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্যে দায়ী ঠাউরেছেন? বিষয়টি সম্পর্কে আমরা লিখছি এ কারণে যে এমনি উল্ভট সিদ্ধান্ত ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ায় অভিভাবকদের ক্ষুব্ধ করে।

ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি যে কতদূর গড়িয়েছে, দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা যাবে। অবশিষ্ট এসএসসি পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের দিতে হয়েছে ঢাকার মোহাম্মদপুরে। নয়ারহাট, সাভার প্রভৃতি এলাকা থেকে এই খরার দিনে ছাত্রছাত্রীদের আসতে হয়েছে মোহাম্মদপুরে। তেমনি এইচএসসি পরীক্ষারও সীট পড়েছে ঢাকায়। সাভার কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্যে ছুটতে হয়েছে রাজধানীতে। এর ফলে তাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও খরচ বেড়েছে—ভোগান্তি হয়েছে অভিভাবকদের।

এভাবে বোর্ড সাভার পরীক্ষা কেন্দ্রকে টেম্পোরারি পানিশমেন্ট দিয়েছেন। বিস্ময়কর, লোক ছেড়ে বোর্ড পরীক্ষা কেন্দ্রকে ধরেছেন। এ যেন আসামী ফেলে অকুস্থল ঘেরাও করা। এ ধরনের পানিশমেন্ট সত্যিই বিস্ময়কর। শুধু বিস্ময়কর নয়, বোধের অগম্য। বোর্ড সত্যিই এক নতুন নজীর স্থাপন করেছেন।

আমরা আশা করব, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এবং কর্তৃপক্ষ আসল আস্তাবল পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেবেন।

—নাগরিক